তারিখ ... 2 JUL 2009
পৃষ্ঠা ...(১)... কলাম ...

প্রথম আলো

৮৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপিত

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত'

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। একটি বিশ্ববিদ্যালয় যে একটি দেশের প্রতিশব্দ হতে পারে, এর একমাত্র প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের ইতিহাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইতিহাস।

গতকাল ১ জুলাই বুধবার সাড়ম্বরে পালিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও একই সঙ্গে ৮৯তম জন্মদিন। দিবসটি পালন উপলক্ষে গতকাল টিএসসি মিলনায়তনে আয়োজিত 'গণতন্ত্রায়নে উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হল থেকে শিক্ষার্থীরা শোভাযাত্রা নিয়ে টিএসসিতে সমবেত হন। এরপর সকাল সাড়ে নয়টার দিকে টিএসসি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি গোটা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে টিএসসিতে এসে শেষ হয়। এর পর শুরু হয় সেমিনার।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৮ বছরের প্রতিটি বছরের প্রতিটি সময় ছিল গৌরবের। জ্ঞানের রাজ্যে পৃথিবী যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার পরিধি আরও বাড়ানো উচিত ছিল। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় অপশক্তির আঘাতের মূল লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এমন অবদান আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় রাখতে পারেনি।

সেমিনারে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক ডাকসু ভিপি রাশেদ খান মেনন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দেশের সব মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিতভাবেই উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছিল পূর্ব বাংলার জনগণের সামনে।

দিবসটি উপলক্ষে গতকাল আলোচনা অনুষ্ঠান, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিতর্ক, প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, প্রীতি ভলিবল ম্যাচ, স্বেচ্ছায় রক্তদান, বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থাপনাসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। টিএসসিতে তিন দিনব্যাপী একটি স্থিরচিত্র প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করা হয়। গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ।